বঙ্গ ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা !
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে;
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা !
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা;

জেনে রাখো ঃ

নিত্যানন্দ	—	প্রভু নিত্যানন্দ
গোরা	—	গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
বিদ্যাপতি	—	মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে আগে বাংলার কবি বলা হোত ।
চন্ডী	—	কবি চন্ডীদাস
গোবিন্	—	কবি গোবিন্দ দাস
হেম	—	কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মধু	—	কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বঙ্কিম	—	লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীন	—	কবি নবীনচন্দ্র সেন
রবি	—	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মোদের	—	আমাদের
গরব	—	'গর্ব' থেকে কবিতার ভাষায় 'গরব' হয়েছে, গৌরব বোধ ।
ক্লান্তি নাশা	—	ক্লান্তি দুর করে যা
জিনে	—	জয়লাভ করে
সাঙ্গ	—	শেষ করা
বোলে	—	কথা বলা ভাষায়
বীণে	—	মূল শব্দটি বীণা, একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
যাদু	—	মনকে মোহিত করা
জগৎ	—	পৃথিবী

কবি পরিচয় ঃ

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ফরিদপুর জেলায় ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে । তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি ছিলেন । লক্ষ্ণৌতে তিনি ব্যারিষ্টারী করতেন এবং সেই সঙ্গে কাব্য রচনার ধারাকেও অব্যাহত রেখেছিলেন । মাতৃভাষাচর্চাকে সারাজীবন প্রাধান্য দিয়েছেন । এর জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও ভালবাসা লাভ করেন । তাঁর লেখা 'বঙ্গভাষা' কবিতা যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে । ১৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয় । 'গীতিকুঞ্জ'ও 'কাকলি' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম ।

কাব্য পরিচয় ঃ

কবি নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গর্ব অনুভব করে জানিয়েছেন মায়ের কোলে সন্তান যেমন ভালবাসা ও পরম শান্তির আশ্রয় পায় তেমনি করে কবিও বাংলা ভাষার মধ্যে সেই শান্তি পেয়েছেন। এই ভাষাতে গান গেয়ে চাষি ধান কাটে, মাঝি নৌকা চালায়, বাউল গ্রামের পথে একতারাতে সুর তোলে। এই ভাষাতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ দেশে ভক্তি ধারা ছড়িয়ে ছিলেন । এই ভাষাতেই গদ্য ও পদ্য রচনা করে কবি ও লেখকগণ বিখ্যাত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বময় এই ভাষাকে পরিচয় দিয়েছেন । কাব্যের শেষে কবি জানিয়েছেন, জন্মের পর যেমন প্রথম বাংলা ভাষাতেই মা বলে ডেকেছেন তেমনি জীবনের শেষ দিনটিতেও যেন এই ভাষাতেই ঈশ্বরের নাম করতে পারেন ।

পাঠ পরিচয় ঃ

বাংলা ভাষা বঙ্গবাসীর প্রাণ, এই ভাষাতে কথা বলে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয় । বাঙালী কৃষক ও মাঝিরা এই ভাষায় গান গেয়ে কাজে উৎসাহ পান । এই ভাষাতে লেখক কবিরা এমন কি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধর্মপ্রচার করে অমরত্ব লাভ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলী' লিখে 'নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এর ফলে বাঙলাভাষা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে জেনে রাখো যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন । বঙ্গভাষা কবিতাটি সহজ ও সরল ভাষায় লেখা শ্রুতি মধুর কবিতা ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. অতুল প্রসাদ সেন লিখিত কবিতাটির নাম কী ?
2. কোন ভাষার জন্য আমরা গর্ববোধ করি ?
3. কোন ভাষা আমাদের দুঃখ ক্লান্তি দূর করে ?
4. রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে জগৎ জুড়ে নাম করেছেন ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, রবি — এঁদের পুরো নাম লেখো ।
6. বাংলা ভাষা কিভাবে আমাদের কর্মক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে - তার দুটি উদাহরণ বঙ্গভাষা কবিতাটি থেকে লেখো ।

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

7. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রতি কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো ।
8. " ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
   ডাকণু মায়ে মা মা বলে,
   ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
   সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা ।"

'বঙ্গভাষা' কবিতার এই চারটি লাইনে কবি কী বলেছেন ? তুমি নিজের মতো করে বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

আশা,	দেশ	শান্তি,
সুখ	কাঁদা	প্রথম

2. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

ভাসা, ভাষা	বীণা, বিনা
দেশ, দ্বেষ	আসা, আশা

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

গাণ	দূঃখ	তির্থ
মধূ	যাদূ	প্রসাদ